FEB. 26 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... কলাম ...
পৃষ্ঠা ...

ঝিমিয়েপড়া সার্ককে সক্রিয় করতে নাটকীয় অগ্রগতি

রেজোয়ানুল হক ॥ ঝিমিয়ে পড়া সার্ককে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে শুক্রবার নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে ভারত সফররত শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ঐদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আলোচনাকালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যাপারে ভারতের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। সার্কের প্রভাবশালী দু'সদস্য দেশের এই দু'নেতা সার্কের তৃতীয় স্তর, পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এ বৈঠকের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধ। কূটনৈতিক সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সরকারপ্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠেয় শীর্ষ সম্মেলনই সার্কের মূল চালিকাশক্তি। তবে এ সম্মেলনের আগে এসব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ফোরাম কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স এবং সচিবদের ফোরাম স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক হয়ে থাকে। এসব বৈঠকে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম সম্পাদিত হয়। কাশ্মীর ইস্যুতে ১৯৯৯ সালে কারগিল ফ্রন্টে পাক-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সেনাশাসক পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে কোন পর্যায়ের বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানানো হলে ঐ

বাজপেয়ী-চন্দ্রিকা বৈঠক

বছরের শেষ নাগাদ কাঠমান্ডুতে নির্ধারিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। শুধু শীর্ষ সম্মেলনই নয়, কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স এবং স্ট্যান্ডিং কমিটিরও কোন বৈঠক এখন পর্যন্ত হয়নি। যেহেতু প্রধানত ভারতের আপত্তির কারণেই সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বন্ধ হয়ে আছে সে কারণে ভারতকে রাজি করানোর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুদিন আগে ভারত সফর করেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা ভারত সফরে যান। সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন চন্দ্রিকার ভারত সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সার্ককে সক্রিয় করা। ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের ব্যাপারে মতৈক্য হওয়াকে ইতিবাচক বলে মন্তব্য করে ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সচিব পর্যায়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে তার ধারাবাহিকতায় অদূর-ভবিষ্যতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র আরও জানায়, গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর টেলিফোনে বাজপেয়ীর সঙ্গে পারভেজ মোশাররফের কথাবার্তা এবং অতিসম্প্রতি কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ একতরফাভাবে বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতের নমনীয় মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে চলতি মাসের শেষ নাগাদ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।